মূল শব্দাবলীঃ
আমানাহ
আস্থা
দায়িত্বশীল

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Khutbah

23 May 2025 / 25 Zulkaedah 1446H

আমার শরীরের দায়িত্ব আমার

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ وَأَعَانَهُ، وَأَوْصَاهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ أَمَانَةً، وَذَلَّ الَّذِينَ خَانُوا أَوَامِرَهُ خِيَانَةً، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْبَاعِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ مَنْ وُلِدَ بِكِنَانَةَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَذْعَنُوا لِلدِّينِ إِذْعَانَةً. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সম্মানিত ভাইয়েরা,

আসুন, আমরা আমাদের তাকওয়া দৃঢ় করি এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করি যেন আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। এটা যদি আমাদের কাছে কঠিন মনে হয় তবে মনে রাখতে হবে তিনি কিন্তু আমাদের সব কাজ দেখছেন, আমাদের অন্তরের প্রতিটি ফিসফিস করে উচ্চারিত কথাও শুনছেন, আমাদের বিবেকের কথাও শুনছেন। কারণ তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বশ্রোতা।

একইভাবে, আসুন, আমরা চেষ্টা করি আমাদের জীবনকে আমাদের কথা ও কাজ দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করি যাতে আমানাহ অর্থাৎ নৈতিক দায়িত্বশীলতা প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

আমাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসীর অন্তরে এক অবিচল ও ন্যায়পরায়ন বিবেকবোধের সঞ্চার করেন এবং আমাদের তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথে পরিচালিত করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমরা কি বিচারের দিনের কথা সর্বক্ষণ এইভাবে মনে রাখি যে আমাদের ত্বক, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আজ্জা ওয়া জাল্লা'র সামনে আমাদের পক্ষে এবং বিপক্ষেও সাক্ষ্য দেবে? সুরা ফুসসিলাতের ২১ নম্বর আয়াতে মহা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

অর্থঃ আর তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে বলবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা বলবে, আল্লাহ্ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, অন্য সবকিছুকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। আর তিনি হলেন এমন একজন যিনি তোমাদেরকে প্রথমবারের মত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার,

আমরা এই অবস্থায় উপনীত হই যখন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই। তাহলে, এই আমানাহ বা দায়িত্বশীলতা বলতে কি বোঝায়?

জুম্মাতুল মুমিনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

আমানাহ সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারব যখন আমরা একে এমন এক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করব যা নৈতিকতা, অখন্ড বিশুদ্ধতা এবং সততার সঙ্গে আমাদের প্রতি আস্থাকে তুলে ধরা হয়। ইসলামে এটাকে আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্বের জন্য বা আস্থা স্থাপনের জন্য আমাদের জবাবদিহিতাকে

বোঝানো হয়, সেটা শুধুমাত্র আইনী বা সামাজিক বোধ থেকে যতটা নয়, তার চেয়ে আরো বেশী বোধ হবে এক গভীর নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

এছাড়া, আমানাহকে বিশ্বাসযোগ্য আস্থা বুঝাতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খুব সামান্য সুবিধা এবং রহমতও যদি আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে পেয়ে থাকি সেসবের মালিক কেবল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই। আমরা নিজে এসবের মালিক নই। আর এসব সুবিধা বা রহমতসমূহ আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে অর্থহীনভাবে দেয়া হয় নাই। এগুলির একটা উদ্দেশ্য আছে, সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য এবং সেগুলিকে অন্যের মঙ্গলার্থে ব্যবহারের জন্য। ইসলামে, এইটাই হলো আমানাহর মূল বৈশিষ্ট্য। এটা এমন এক নীতি আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে তা বার বার আসে।

আমানাহর জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার সামনে একধরণের সজাগ সচেতনতাবোধ থাকা দরকার । এটা একজন মুমিন বিশ্বাসীকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত বা বর্ণনা করে। এটা এমন একটি মোলিক মূল্যবোধ যা একজনের ব্যাক্তিগত, সামাজিক ও লৌকিক আচরণকে চালিত করে।

জুমরাতাল মুসলিমিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

আসুন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতগুলির দিকে আমরা নজর দেই যেমন আমাদের শরীরের দিকে । একজন মুসলিম কখনোই বলবেন না," আমার শরীর নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তা করব "। ভাইয়েরা আমার, এটা কি সত্যি যে আমাদের শরীরটা সম্পূর্ণই আমার?

আমাদের দৃষ্টিশক্তি, আমাদের কথা, আমাদের শ্রবণশক্তি এবং আমাদের শরীরের শারীরিক কাজকর্ম সবই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত আমানাহর মত, আমাদেরকে তা ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে যেন তা মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে , এ ছাড়া আর কোনভাবে নয়।

আমাদের নবী করিম (সঃ)এর সেই হাদীসটিকে এইখানে মনে করতে চাই, এটা আপনাদের অন্তরে ও বিবেকে সর্বদা বহন করে চলবেন,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟

অর্থঃ শেষ বিচারের দিনে মানুষের পা এক কদম চলতে চাইবে না যখন তাকে তার জীবন কেমন ছিল সে সম্পর্কে জিগ্যেস করা হবে। কিভাবে সে জীবনে ভোগ করেছে, তার জ্ঞান, কিভাবে সে তার জ্ঞানকে ব্যবহার করেছে, কিভাবে তার সম্পদ সে আহরণ করেছে এবং সেগুলিকে সে কিভাবে নিষ্পত্তি করেছে এবং তার শরীরকে সে কিভাবে ব্যয় করেছে?

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

ধর্মবিশ্বাসের বন্ধনে সম্পর্কিত ভাইয়েরা আমার,

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার বিনীত বান্দা হিসাবে আমরা এই পবিত্র আমানাহ রক্ষা করি। ইহা আমাদের শরীরকে সেইভাবে সম্মান করতে বলে যেভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা নিখুঁতভাবে তৈরী করেছেন তাতে কোন ধরণের পরিবর্তন সাধন করা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরা আত-ত্বীনের চতুর্থ আয়াতে বলেছেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

যার অর্থ, "বস্তুতঃ আমরা সর্বোত্তম অবয়ব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছি।"

সত্যি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোতে (আহসানি তাক্বিম) সৃষ্টি করেছেন, এবং মর্যাদা ও পবিত্রতা দিয়েছেন। এই নিখুঁত সৃষ্টিকে সেইভাবেই যত্ন করতে হবে যেভাবে আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, এবং সেটা করলে তাঁর সৃষ্টির মর্যাদা ও পবিত্রতা সমুন্নত রাখা যাবে। আমরা ধার করে আনা মূল্যবান কোন জিনিসকে যেভাবে যত্নের সাথে ব্যবহার করি, তেমনিভাবে আমাদের শরীরকে ব্যবহার করতে হবে সম্মানের সাথে যাতে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে আমাদের উপর ন্যস্ত করা আস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তিনি যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবেই তা করা হয়। আমার ভাইয়েরা, মনে রাখবেন আমাদেরকে এই আমানাহর প্রতি সৎ থাকতে হবে। একদিন আমরা সবাই আল্লাহ আল-হাসিব এর সামনে দাঁড়াব, যিনি সবকিছুর হিসাব নেন। সেদিন আমাদের মুখ নীরব থাকবে, কিন্তু আমাদের শরীর সেদিন সাক্ষী দিবে, আমরা কিভাবে জীবন যাপন করেছি তার সঠিক তথ্য বলার মাধ্যমে। আজ আমরা যা কিছুই করি না কেন, তা সেইদিন হয় আমাদের পক্ষে নয়তো বিপক্ষে সাক্ষী দিবে।

ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে সম্পর্কিত ভাইয়েরা আমার,

একজন বিশ্বাসী হিসাবে, যার উপর অগুনতি দয়া বর্ষিত হয়েছে এবং দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে, আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রদত্ত দায়িত্বকে হালকাভাবে গ্রহণ না করি। আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ই আস্থা এবং নৈতিক দায়িত্বের বিষয় যাকে অবশ্যই ন্যায্য সম্মান প্রদান করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেককেই তার পছন্দমত শরীরের রক্ষণাবেক্ষনের সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু তা মূলতঃ আমাদের উপর ন্যস্ত একটি দায়িত্ব, যার জন্য আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আসুন আমরা সেই ধরণের মানুষ হতে চেষ্টা করি যাঁরা জবাবদিহিতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন, যাঁরা সত্যবাদিতার সাথে কথা বলেন, ন্যায়পরায়নতার সাথে কাজ করেন, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চেতনাকে ধারণ করে জীবন যাপন করেন। আসুন আমরা তাঁর কাছে পথনির্দেশনা

চাই যাতে আমরা আমাদের উপর অর্পিত আস্থার এবং আমাদের অঙ্গীকারের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারি, এবং তাদের দলে না যুক্ত হই যারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বকে অস্বীকার করে।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে হাত তুলে আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ একটি অন্তর থেকে গভীর আশা বুকে নিয়ে মোনাজাত করি। তিনি যেন আমাদের এই ইবাদত গ্রহণ করেন। সর্বশক্তিমানের নিকট ভুলভ্রান্তিতে ভরা একজন বান্দার ফরিয়াদ একজন সর্বশ্রোতার নিকট। আমাদের এই মোনাজাত বিশেষ করে গাজায় দুঃখ-কষ্টে পতিত ভাই-বোনেদের জন্য। এই বিপদে তাদের সামনে এসেছে এমন একটা সময় যখন সারা পৃথিবী থেকে তাদে

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

রকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার বান্দা হিসাবে আসুন আমরা তাঁর দিকেই ফিরি যিনি যে কোন শাসকের চেয়ে বেশী শক্তিধর,যে কোন সেনাবাহিনীর চেয়ে ক্ষমতাধর, যেন তিনি এই ভাই-বোনেদের প্রতি তাঁর সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখেন।

হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রবণকারী যিনি তাঁর বান্দার প্রতিটি ফিসফিসানিও শুনে থাকেন। আমাদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। মূলতঃ আমরা আপনার সামান্য বান্দা যাঁরা প্রায়ই অনেককিছু ভুলে যাই এবং ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি।আমাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পাপও ক্ষমা করবেন। জেনে করা পাপ এবং জানার বাইরে কড়া পাপ আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবেন, বিশাল সমুদ্রের সমান পাপও ক্ষমা করে দেবেন। এবং এই সকল পাপ যেন আপনার প্রতি আমাদের ইবাদত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

হে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমরা জানি আপনার রহমতপ্রাপ্ত বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে আপনি আপনার সকল বান্দার মিনতির জবাব দেন, আমরা আপনার নিকট আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে অবনত হয়ে আপনার একটু করুণার জন্য মিনতি জানা ই। হে সর্বত্তোম ক্ষমাশীল, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ভাই-বোনকে আপনি সাহায্য করুন, বিশেষ করে যারা গাজা এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আছেন।

হে আল্লাহ, হে মান্নান, তাঁদের ভার আপনি লাঘব করে দেন,সরকম সহিংসতা ও ক্ষতি থেকে আপনি তাঁদের রক্ষা করুন, অসুস্থ ও আহতদেরকে আপনি সারিয়ে তুলুন এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে খাদ্য দান করুন।

ইয়া লতিফু ইয়া হান্নান, আপনি তাদেরকে আপনার করুণার চাদরে মুড়ে নিন, আপনার জান্নাতী ভালবাসার মধ্যে রাখুন, আপনার সহযোগিতায় তাঁদের ধর্মীয় বোধকে মজবুত করুন।

হে আল্লাহ, হে জাল ইজ্জি ওয়াস সুলতান, তাঁদের জীবনের ভয় দূর করে শান্তি এনে দিন, কঠিন অবস্থাকে সহজ করে দিন, তাঁদের দুর্ভাবনাগুলিকে প্রশান্তি দিয়ে ভরিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই পৃথিবীতে কল্যাণ প্রদান করুন,এবং পরকালেও আমাদের জীবন কল্যাণকর করুন। এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিহত করুন।

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.